বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৭-২০১৮

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

(সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত)

পরিবহন অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন : ২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর : ২০১৬-২০১৭

পরিবহন অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	মুখবন্ধ	১
২.	Abbreviation	৩
৩.	প্রথম অধ্যায়	৫
	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৭
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৯
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	১১
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	১১
	নিরীক্ষার সুপারিশ	১১
৪.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	১৩-২৯
৫.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৯
৬.	অনুচ্ছেদ ভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ০৯টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের মূখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ : ২৩/০৮/2020 বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ।

Abbreviation

BOQ	Bill Of Quantity
CMS	Central Management System
CPTU	Central Procurement Technical Unit
DBSWC	Dense Bituminous Surfacing Wearing Course
DPP	Development Project Proposal
GCC	General Conditions of Contract
GFR	General Financial Rules
IT	Income Tax
IPC	Interim Payment Certificate
PCC	Particular Conditions of Contract
PPR	Public Procurement Rules
PMP	Periodic Maintenance Program
RDPP	Revised Development Project Proposal
RHD	Roads & Highways Department
TEC	Tender Evaluation Committee
VAT	Value Added Tax

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

২—

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত অর্থের পরিমাণ টাকায়
১	২	৩
০১	Base Type-1 আইটেমের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য আইটেমের এরিয়া অপেক্ষা Base Type-1 এর পরিমাপে অস্বাভাবিক বেশি আয়তনে বিল পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৮৩,০৪,৩৩৬
০২	DBS Wearing Course কাজে অনিয়মিতভাবে Base type-1 এবং Brick on Edging কাজের দফা অন্তর্ভুক্ত করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩,১৬,৩৩,৪৬০
০৩	ভূমি হুকুম দখল কাজের প্রাক্কলনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশের পরিপন্থীভাবে অতিরিক্ত পরিশোধে সরকারের ক্ষতি।	১,৬৬,৯৩,৭৯৮
০৪	চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে ঠিকাদার কর্তৃক পূর্ত কাজের বীমা না করায় দন্ড সুদসহ ভ্যাট বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২,৭১,২৯,০৬২
০৫	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় দন্ড সুদসহ রাজস্ব ক্ষতি।	২,৩৭,২০,৭৯৯
০৬	সেনাবাহিনী কর্তৃক বাৎসরিক সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয়কৃত ৩২৯৪,১১,৮১,৬৪৩ টাকার টেন্ডার ডকুমেন্টস, প্রাক্কলন, ভাউচার ইত্যাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি এবং আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ৪২৮,২৩,৫৩,৬১৩ টাকা আদায় ও রাজস্ব জমার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি ।	৩৭২২,৩৫,৩৫,২৫৬
০৭	একই কার্য সরকারের দুটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদন দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৩,০০,০০০
০৮	একই চেইনেজে মেরামত কাজে Overlapping এর কারণে দুইবার বিল পরিশোধের মাধ্যমে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৩৫,৯২,৬৬০
০৯	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন জমি বেদখল।	৪,৪৭,০১,৩১২
	মোট=	৩৭৩৮,২৬,১০,৬৮৩
কথায় : তিন হাজর সাতশত আটত্রিশ কোটি ছাব্বিশ লক্ষ দশ হাজার ছয়শত তিরাশি টাকা।		

অডিট বিষয়ক তথ্য:

নিরীক্ষার অর্থ বৎসর : ২০১৬-২০১৭

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান :

১. প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, ঢাকা।

২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক জোন ঢাকা, রংপুর, ময়মনসিংহ, খুলনা, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও কুমিল্লা।

৩. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক সার্কেল, ঢাকা, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, যশোর, খুলনা, গোপালগঞ্জ, পটুয়াখালী, বরিশাল, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, পাবনা, রাজশাহী, মৌলভীবাজার, সিলেট, নোয়াখালী ও কুমিল্লা।

৪. নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক বিভাগ মুন্সিগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, ঢাকা, শেরপুর, টাংগাইল, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, বাগেরহাট, খুলনা, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরিশাল, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, দোহাজারী, চট্টগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, নওগাঁ, রাজশাহী, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, লক্ষীপুর, ফেনী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুমিল্লা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি : নিয়মানুগ (Compliance) নিরীক্ষা।

নিরীক্ষার সময় : ১৩-১২-২০১৭ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি : স্থানীয়ভাবে দৈবচয়নের মাধ্যমে যাচাই ও বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়ন ও সার্বিক তত্ত্বাবধান : মহাপরিচালক, পরিবহন অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- সরকারি বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- নিবিড় তদারকির অভাব।
- প্রাপ্যতার চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের প্রবণতা।
- আরডিপিপিতে বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান অনুসরণ না করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ অনুসরণ না করা
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস, ২০০৮ অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ :

- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ অনুসরণ না করা
- পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস-২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- নিরীক্ষা কাজে রেকর্ডপত্র সরবরাহে অনীহা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি-বিধান প্রতিপালনে অনীহা।
- অর্থ আদায় এবং কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য।
- সরকারি জমি যথাযথভাবে হেফাজতে অনীহা।

নিরীক্ষা সুপারিশ :

- অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আর্থিক বিধি-বিধানসমূহ পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- আর্থিক বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক আদেশ কঠোরভাবে প্রতিপালন নিশ্চিতকরণে কর্তৃপক্ষের তদারকি গতিশীল করা প্রয়োজন।
- সরকারি প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ : ০১

শিরোনাম : Base Type-1 আইটেমের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য আইটেমের এরিয়া অপেক্ষা Base Type-1 এর পরিমাপে অস্বাভাবিক বেশী আয়তনের বিল পরিশোধ করায় ৮৩,০৪,৩৩৬(তিরাশি লক্ষ চার হাজার তিনশত ছত্রিশ) টাকা ক্ষতি।

বিবরণ :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ০৪-০২-২০১৮ খ্রিঃ হতে ০৯-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর এর আওতাধীন দিনাজপুর-বিরল-পাকুরা-রাধিকাপুর সড়ক উন্নয়ন কাজের চুক্তি নং- e-Gp-23(1)/RHD /ACE/ RZ/2015-16, ID No-35665 এর BOQ, বিল ও এমবির কপি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- বেইজ টাইপ-১ আইটেমের সাথে সম্পর্কযুক্ত আইটেমের আয়তন অপেক্ষা বেইজ টাইপ-১ এর আয়তন অস্বাভাবিক বেশী হওয়ায় ৮৩,০৪,৩৩৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত রাস্তার চেইনেজ ১ম হতে ৫ম কিঃমিঃ এর কাজ ১১,৪৮,৬২,৫১৬ টাকা চুক্তিমূল্যে ধ্রুব কনস্ট্রাকশন কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজের Prime Coat, Tack Coat & Seal Coat এর এরিয়া ২৮,৩৩২ বর্গমিটার এবং Carpeting এর আয়তন ২৮৩৩২x.০৪ মিঃ =১১৩৩.২৮ ঘন মিঃ। Base Type-1 এর পুরুত্ব ২০০মিঃমিঃ হওয়ায় Base Type-1এর আয়তন হবে ২৮৩৩২x .২= ৫৬৬৬.৪০ ঘন মিঃ। কিন্তু এক্ষেত্রে Base Type-1 এর আয়তন ৭৪৩৩.২৮ ঘঃ মিঃ ধরে বিল পরিশোধ করায় (৭৪৩৩.২৮-৫৬৬৬.৪)=১৭৬৬.৮৮ ঘন মিঃ অতিরিক্ত বিল প্রদান করা হয়েছে। প্রতি ঘঃ মিঃ ৪৭০০ টাকা দরে ৮৩,০৪,৩৩৬ (১৭৬৬.৮৮ x ৪৭০০) টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে **[সংযুক্ত পরিশিষ্ট-১ পৃষ্ঠা: ১]**।

অনিয়মের কারণ :

- রাস্তার অন্যান্য পেভমেন্ট আইটেমের সাথে আনুপাতিক হারে বেইজ টাইপ-১ ব্যবহার না করে অতিরিক্ত আয়তনের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তির জবাবে স্থানীয় অফিস জানায় যে, চুক্তি নং-e-Gp/23(1)/RHD/ACE/RZ/2015-16 এর অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী ০ কিঃমিঃ +০০০ মিঃ হতে ৫ কিঃমিঃ +০০০মিঃ পর্যন্ত ৫.৫ মিঃ প্রশস্ততায় সড়ক নির্মাণ এবং হার্ড সোল্ডার এর (২x.৯০) বেইজ টাইপ-১ পর্যন্ত নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেই মোতাবেক কাজটি সম্পাদন করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে উক্ত হার্ড সোল্ডারের (২ x.৯০) মিঃ কার্পেটিং ও সীলকোট কাজটি অনুমোদিত প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

- পরবর্তীতে ২৯-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং ৩৫.০০.০০০০.০১০.০১.০০৪.১৮-৩২৯ এর মাধ্যমে সড়ক বিভাগ, দিনাজপুর এর জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য :

- স্থানীয় অফিসের জবাব সন্তোষজনক নয়, কারণ আপত্তিতে উল্লিখিত কাজটি সম্পাদন করা হয়েছে ১ম কিঃমিঃ হতে ৫ কিঃমিঃ পর্যন্ত। রাস্তা উন্নয়ন/মেরামত কাজে শুধুমাত্র বেইজ টাইপ-১ এর কাজ এক প্যাকেজ এবং অন্যান্য পেভমেন্ট স্তরের কাজ অন্য প্যাকেজে সম্পাদন করা হয়েছে মর্মে যে জবাব প্রদান করা হয়েছে তা সঠিক নয় । কারণ একটি রাস্তা উন্নয়ন/মেরামত কাজের জন্য কিঃমিঃ ভাগ ভাগ করে প্যাকেজ তৈরী করা হয়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় প্যাকেজ নং-e-Gp/23(1)RHD/ACE/RZ/2015-16 তে প্রাইম কোট, টেক-কোট ও সীল কোটের আয়তন ২৮৩৩২ বর্গ মিঃ। উক্ত প্রাইম কোট, ট্যাক কোট ও সীল কোটের আয়তন অনুযায়ী বিটুমিনাস কার্পেটিং হবে (২৮৩৩২x.০৪)=১১৩৩.২৮ ঘন মিঃ। যা যথাযথ আছে। Base Type-1 এর পুরুত্ব ২০০ মি:মি হওয়ায় উক্ত আয়তন অনুযায়ী Base Type-1 হবে (২৮৩৩২ x.২)= ৫৬৬৬.৪০ ঘন মিঃ। কিন্তু বিল পরিশোধ করা হয়েছে ৭৪৩৩.২৮ ঘন মিটারের। অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে (৭৪৩৩.২৮ ঘন মিঃ-৫৬৬৬.৪০ ঘন মিঃ)=১৭৬৬.৮৮ ঘন মিটারের যার একক মূল্য ৪৭০০ টাকা হিসাবে ১৭৬৬.৮৮x ৪৭০০=৮৩,০৪,৩৩৬ টাকা।

- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয় ।

- ২৯-০৪-২০১৯খ্রিঃ তারিখের জবাব অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

অডিটের সুপারিশ :

- রাস্তা উন্নয়ন কাজ Base Type-1 এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য আইটেমের আয়তন অপেক্ষা Base Type-1 এর বেশী আয়তনের মূল্য অতিরিক্ত পরিশোধের জন্য জবাব প্রদান করা আবশ্যক।

- উল্লেখ্য যে, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত কার্য সম্পাদন করে এরূপ ৬৫টি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৮ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০২

শিরোনাম: DBS Wearing Course কাজে অনিয়মিতভাবে Base type-1 এবং Brick on Edging কাজের দফা অন্তর্ভুক্ত করায় আর্থিক ক্ষতি ৩,১৬,৩৩,৪৬০(তিন কোটি ষোল লক্ষ তেত্রিশ হাজার চারশত ষাট) টাকা।

বিবরণ :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক বিভাগ, নারায়নগঞ্জ এবং সড়ক জোন, ঢাকা এর ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ২৪-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১২-৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ঠিকাদার KA-NDE JV কর্তৃক সম্পন্নকৃত ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে DBS Wearing Course কাজের চূড়ান্ত আইপিসি নং-৩ এবং প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক জোন, ঢাকা কর্তৃক ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন ফতুল্লা-পঞ্চবটি- মুন্সীগঞ্জ-লৌহজং- মাওয়া সড়ক (জেড-৮১২) Strengthening & Overlay কাজের প্রাক্কলন পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে DBS Wearing Course কাজে অনিয়মিতভাবে Base type-1 এবং Brick on Edging কাজের দফা অন্তর্ভুক্ত করে ৯১,৮৩,৯৬১ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কটি ৪ লেন বিশিষ্ট। উক্ত রাস্তার ঢাকা অভিমুখী ২ লেনের শুধুমাত্র ডিভাইডারের পার্শ্বের ১ম লেনে কাজ করা হয়েছে। উক্ত রাস্তায় Brick on Edging এর কাজের কোন সুযোগ নেই। আবার রাস্তাটি মহাসড়ক হওয়ায় Potholes Repair এর পর ব্যাপক আয়তনের Base type-1 ক্ষতি হওয়ার সুযোগ ছিল না। কারণ উক্ত রাস্তার কোন অংশেই Base type-1 উঠানো ছিল না। উক্ত কাজের দফা ক্ষতি হওয়ার স্বপক্ষে কোন স্থিরচিত্রও ধারণ করে রাখা হয়নি। রাস্তায় শুধুমাত্র DBS Wearing Course কাজ করা হলেও Base type-1 এবং Brick on Edging কাজের কোন যৌক্তিকতা ছিল না। মূলত ঠিকাদারকে আনুকূল্য প্রদর্শন এবং আর্থিকভাবে লাভবান করা ও লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে যে কাজের প্রয়োজন ছিল না তা প্রাক্কলনে অন্তর্ভুক্ত করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য কোন প্রাক্কলন, দরপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। শুধুমাত্র চূড়ান্ত আইপিসি বিশ্লেষণে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
- ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন ফতুল্লা-পঞ্চবটি-মুন্সীগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া সড়ক (জেড-৮১২) Strengthening & Overlay কাজের প্রাক্কলনে PMP (Roads) খাতে রাস্তা মেরামত কাজে এগ্রিগেট বেইজ টাইপ- ১ কাজের আইটেম অন্তর্ভুক্ত করে প্রাক্কলন তৈরী এবং অনুমোদন করা হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৮/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং- ৩৩৩ প্রধান প্রকৌশলী PMP গাইড লাইনের ক্রমিক নং ৩ তে উল্লেখ আছে যে, PMP খাতে রাস্তার Strengthening কাজে Base Type-1 এর প্রয়োজন হলে প্রধান প্রকৌশলীর পূর্ব অনুমোদন গ্রহণপূর্বক কাজে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) এর পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ ছাড়াই কাজের উক্ত দফা অন্তর্ভুক্ত করে Base type-1 আইটেম ১,৯৮,৪৬,৯১৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- এতে বর্ণিত অফিসসমূহে মোট (১,১৭,৮৬,৫৪৪+১,৯৮,৪৬,৯১৬)=৩,১৬,৩৩,৪৬০ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে [**সংযুক্ত পরিশিষ্ট-২, পৃষ্ঠা: ২-৪**]।

অনিয়মের কারণ :

- Base type-1 এবং Brick on Edging ব্যাপক হারে ক্ষতি হওয়ার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক/স্থির চিত্র ছাড়াই কাজের উক্ত দফার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) এর পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ ছাড়াই Base type-1 আইটেম অন্তর্ভুক্ত করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সড়ক বিভাগ, নারায়নগঞ্জ জবাবে জানায় যে, প্রকৃত পক্ষে বেইস টাইপ-১ এবং ব্রিক এন্ড এজিং এর কাজ সম্পন্ন করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন অনিয়ম হয় নাই। অতএব, আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।
- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক জোন, ঢাকা জানায় যে, আপত্তিতে উল্লেখিত কাজের প্রাক্কলন অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ক্ষমতাবান। সে অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন অনুমোদন এবং দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উক্ত দরপত্র মন্ত্রণালয় হতে যথাযথভাবে অনুমোদন করা হয়েছে।
- পরবর্তীতে ২৯-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং ৩৫.০০.০০০০.০১০.০১.০০৪.১৮-৩২৯ এর মাধ্যমে সড়ক বিভাগ, নারায়নগঞ্জ জবাব প্রদান করা হয়েছে এই জবাবেও পূর্বের জবাবের আলোকপাত করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য :

- সড়ক বিভাগ, ঢাকা এর জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ PMP খাতে রাস্তার Strengthening কাজে প্রধান প্রকৌশলী (সওজ) এর পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই Base of Type-1 অন্তর্ভুক্ত করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- সড়ক বিভাগ, নারায়নগঞ্জ এর জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হওয়া সত্ত্বেও (রাস্তার উল্লিখিত স্তর ব্যাপক আয়তনে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি) ব্যাপক আয়তনের Base Type-1 এবং ব্রিক অন এজিং কাজের আয়তন প্রাক্কলনভুক্ত করে প্রাক্কলন ও দরপত্র অনুমোদন করায় ও বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়।
- পরবর্তীতে ২৯-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের সড়ক বিভাগ, নারায়নগঞ্জ এর জবাব মোতাবেক আলোচ্য সড়কের মেরামত কাজের প্রয়োজনীয়তায় মেরামত করা হয়েছে কিন্তু উক্ত সড়কের Base of Type-1 কাজের প্রয়োজনীয়তা জবাবে উল্লেখ নাই। চার লেনের সড়কের মেরামত কাজে Base of Type-1 এর কাজ করার সমর্থনে জবাব ও প্রমাণক আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ :

- রাস্তা DBSBC এবং DBSWC এর মাধ্যমে Overlay কাজ করতে ব্যাপক আয়তনের Base Type-1 এবং Brick Edging আইটেম অন্তর্ভুক্ত করে প্রাক্কলন তৈরী এবং বিল পরিশোধ করার জন্য এবং প্রধান প্রকৌশলী (সওজ), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের স্মারক নং ৩৩৩ প্র: প্র: তারিখ ০৮-১০-২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত পিএমপি গাইড লাইন অনুসরণ ব্যতিরেকে কাজ সম্পাদনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- উল্লেখ্য যে, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত কার্যের সাথে সংশ্লিষ্ট এরূপ ৬৫টি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৮ টি প্রতিষ্ঠান এবং ১০টি জোনাল কার্যালয় নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে অবশিষ্ট ১৭টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ০৩

শিরোনাম : ভূমি হুকুম দখল কাজের প্রাক্কলনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশের পরিপন্থিভাবে অতিরিক্ত পরিশোধে সরকারের ক্ষতি ১,৬৬,৯৩,৭৯৮(এক কোটি ছেষট্টি লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশত আটানব্বই) টাকা।

বিবরণ :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অধীন সড়ক বিভাগ, নরসিংদী, গাজীপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট, ফেনী, নোয়াখালী ও চাঁদপুর কার্যালয়সমূহের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত কার্যালয়সমূহে রক্ষিত বিলভাউচার এবং এলএ কেইস বাবদ পরিশোধিত প্রাক্কলন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ভূমি হুকুমদখল কাজের পরিশোধিত ক্ষতিপূরণ বিলে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশের পরিপন্থিভাবে ২% আনুষঙ্গিক ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করে ১,৬৬,৯৩,৭৯৮ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে **[সংযুক্ত পরিশিষ্ট-৩,পৃষ্ঠা:৫- ১২]**।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-২ এর স্মারক নং অব/অবি/ব্যঃনিঃ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১ তারিখ ২৫-০১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশ অনুযায়ী এলএ মামলায় ক্ষতিপূরণের টাকা আনুষঙ্গিক খরচের জন্য ব্যয় করার কোন অবকাশ নেই। আনুষঙ্গিক খাতে ব্যয় মিটানোর জন্য জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সরকারি বাজেট বরাদ্দ যথেষ্ট। এলএ মামলার ক্ষতিপূরণের টাকা অন্য কাজে ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই ।

অনিয়মের কারণ :

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা-২ এর স্মারক নং অব/অবি/ ব্যঃনিঃ-২/ভূমি-১/০৭/২৮১ তারিখ ২৫-০১-২০০৭ খ্রিঃ আদেশের পরিপন্থিভাবে এলএ কেইসে আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সকল সড়ক বিভাগসমূহ জানায় যে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে প্রাপ্ত প্রাক্কলনের বিপরীতে দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য :

- স্থানীয় অফিসের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ উল্লিখিত সরকারি আদেশ অনুয়ায়ী এল,এ মামলার ক্ষতিপূরণের Estimate এ ২% আনুষঙ্গিক খরচ অন্তর্ভুক্ত করা সম্পূর্ণভাবেই অনিয়মিত। ফলে ২% আনুষাঙ্গিক খরচ খাতে অর্থ পরিশোধ সরকারের আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- এলএ মামলার ক্ষতিপূরণের সাথে ২% হারে আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ জেলা প্রশাসক কার্যালয়কে পরিশোধিত অর্থ ফেরৎ আনয়নপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।
- উল্লেখ্য যে, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ভূমি অধিগ্রহণ করে এরূপ ৬৫টি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৮ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণনির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৪

শিরোনাম : চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করে ঠিকাদার কর্তৃক পূর্ত কাজে বীমা না করায় ভ্যাট বাবদ দন্ড সুদসহ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ২,৭১,২৯,০৬২ (দুই কোটি একাত্তর লক্ষ উনত্রিশ হাজার বাষট্রি) টাকা।

বিবরণ :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর অধীন সড়ক বিভাগ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, ঢাকা, রাজবাড়ী, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী, বরিশাল, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, ফেনী, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, নওগাঁ, শেরপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর, পটুয়াখালী এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা ও সিলেট কার্যালয়সমূহের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রাক্কলন, কার্যাদেশ, বিল, ভাউচার ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- পূর্ত কাজে ঠিকাদার কর্তৃক বীমা না করাতে বীমার প্রিমিয়ামের উপর ১৫% ভ্যাট বাবদ ১,৮৩,৩০,৪৫৭ টাকা ও দন্ড সুদ বাবদ ৮৭,৯৮,৬০৫ টাকা সহ মোট ২,৭১,২৯,০৬২ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে ।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, প্রশাসন শাখার স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০০৮.১৬.০০১.১৪-৩৯৪ তারিখ ১৭-০৪-২০১৭ খ্রিঃ আদেশ মোতাবেক প্রকল্পের বীমাযোগ্য যাবতীয় সম্পদের বীমা পলিসি সাধারণ বীমা কর্পোরেশন থেকে গ্রহণ করার নির্দেশ আছে।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৪ ক্রমিক নং ৩(ট) অনুযায়ী ক্রয়কারীকে দরপত্র বা প্রস্তাব দলিলে নূন্যতম বীমা কভারেজের শর্ত উল্লেখ আছে ।
- GCC ও PCC এর ক্লজ ৩৭ এ শর্ত থাকার পরও বীমা করা হয়নি। ফলে বীমার প্রিমিয়ামের ওপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী সরকার ১৫% ভ্যাট হতে বঞ্চিত হয়েছে **[সংযুক্ত পরিশিষ্ট-৪, পৃষ্ঠা:১৩-৪৬]**।

অনিয়মের কারণ :

- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৪ ক্রমিক নং ৩(ট) এবং চুক্তি অনুযায়ী GCC ও PCC এর ক্লজ ৩৭ লঙ্ঘন করে বীমা না করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৮-১১-২০০২ খ্রি: তারিখের সাধারণ আদেশ নং-১০/মূসক/২০০২ মোতাবেক সকল প্রকার বীমা পলিসির প্রিমিয়ামের উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর সরকারি তহবিলে জমা না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- যথাযথভাবে দরপত্রের শর্ত অনুসরণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যাচাইপূর্বক বিস্তারিত জবাব পরবর্তীতে প্রদান করা হবে।

অডিটের মন্তব্য :

- এতদ্‌বিষয়ে পরবর্তীতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি। যা হোক, ঠিকাদার কর্তৃক বীমা না করায় ভ্যাট বাবদ আদায়যোগ্য রাজস্ব আদায় হয়নি। ভ্যাট বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা হলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আপত্তিকৃত অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবৎকাল পর্যন্ত সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হারে সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির অর্থ আদায় করা আবশ্যক।
- PPR এর বিধি লঙ্ঘন করায় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও আপত্তিকৃত অর্থ জুন/১৯ পর্যন্ত ২% হারে দন্ড সুদে আদায়যোগ্য। অন্যথায় জমার দিন পর্যন্ত ২% হারে দন্ড সুদ আরোপযোগ্য।
- উল্লেখ্য যে, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত কার্য সম্পাদন করে এরূপ ৬৫টি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৮ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৫

শিরোনাম : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় দন্ড সুদসহ ২,৩৭,২০,৭৯৯ (দুই কোটি সাঁইত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার সাতশত নিরানব্বই) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক বিভাগ, ঢাকা, রংপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, সুনামগঞ্জ, সিলেট, লক্ষীপুর, ফেনী, নোয়াখালী, বি-বাড়িয়া, কুমিল্লা, শেরপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর ও খুলনা কার্যালয়সমূহের ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সনের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজের আইপিসি এবং ঠিকাদারী লেজার ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের আয়কর বাবদ ১,৬০,২৭,৫৬৯ টাকা ও আয়কর কর্তনের ব্যর্থতায় দন্ড সুদ বাবদ ৭৬,৯৩,২৩০ টাকাসহ মোট ২,৩৭,২০,৭৯৯ টাকা রাজস্ব ক্ষতির বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় **[সংযুক্ত পরিশিষ্ট-০৫,পৃষ্ঠা: ৪৭-৭০]**।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিপত্র নং-১(আয়কর)/২০১৬-১৭ অনুযায়ী উৎস করের হার নির্ধারিত হবে ভিত্তি অংকের ভিত্তিতে। চুক্তি মূল্য, বিলের অংক এবং পরিশোধ এ তিনটির মধ্যে যেটি বেশি তা হবে উৎস কর হার নির্ধারণের ভিত্তি অংক।

অনিয়মের কারণ :

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর রুল ১৬ বিধি ৫২ এর অধিকতর সংশোধন কল্পে বাংলাদেশ গেজেট এসআরও নং ২০৯-আইন/আয়কর/২০১৬ তারিখ ২৯-০৬-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক ঠিকাদারী চুক্তি মূল্য/Based amount এর পরিমাণ ১ কোটি টাকার উর্ধ্ব হতে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ৫% হারে, ৫ কোটি টাকার উর্ধ্ব হতে ১০ কোটি পর্যন্ত ৬% হারে এবং ১০ কোটি টাকার উর্ধ্বে বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ৭% হারে পরিশোধিত অর্থের ওপর উৎসে আয়কর কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে চুক্তি মূল্যের ওপর ভিত্তি করে আয়কর কর্তন না করে পরিশোধিত অর্থের ওপর ভিত্তি করে আয়কর কর্তন করায় আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- তৈল কোম্পানীর ক্ষেত্রে যে কোন পরিমাণ মূল্য পরিশোধের উপর ৩% উৎসে আয়কর কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে।
- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ৫৭(খ) ধারা মতে যথাসময়ে আয়কর কর্তনের ব্যর্থতায় মাসিক ২% হারে দন্ড সুদ আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তির জবাবে অডিটি প্রতিষ্ঠান জানায় যে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে কম কর্তনকৃত আয়কর কর্তন করে সরকারি হিসাবে হিসাবভুক্ত করে অডিটকে জানানো হবে এবং নথিপত্র যাচাই করে কম কর্তন করা আয়কর পরবর্তীতে সমন্বয় করে সরকারের কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ অডিটকে অবহিত করা হবে।

অডিটের মন্তব্য :

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

- আয়কর বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা হলে ঐ বছরের জন্য সরকারের আপত্তিকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ কম ঋণ গ্রহণ করতে হতো এবং সুদও দেয়ার প্রয়োজন হতো না। কেননা এ যাবৎকাল পর্যন্ত সরকার ঘাটতি বাজেট করে আসছে এবং এ ঘাটতি পূরণের জন্য দেশীয় ব্যাংক/বন্ড হতে ১০% বা ততোধিক হার সুদে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- জবাব মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায়পূর্বক সরকারি হিসাবে হিসাবভুক্ত করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

- যথাসময়ে আয়কর আদায়/কর্তন না করার জন্য বিল পরিশোধকারীদের নিকট হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মাসিক ২% হারে দন্ড সুদ বাবদ ৭৬,৯৩,২৩০ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য। জুন ২০১৯ মাসের মধ্যে অনাদায়ী আয়কর আদায়/জমা না হলে যে সময়ে আদায়/জমা হবে সেই সময় পর্যন্ত দায়ীদের নিকট হতে মাসিক ২% হারে সুদ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য।

- উল্লেখ্য যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ১৮৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭৮টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১২টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম : সেনাবাহিনী কর্তৃক বাৎসরিক সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয়কৃত ৩২৯৪,১১,৮১,৬৪৩ (তিন হাজার দুইশত চুরানব্বই কোটি এগার লক্ষ একাশি হাজার ছয়শত তেতাল্লিশ) টাকার টেন্ডার ডকুমেন্টস, প্রাক্কলন, ভাউচার ইত্যাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি এবং আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ৪২৮,২৩,৫৩,৬১৩ (চারশত আঠাশ কোটি তেইশ লক্ষ তেপান্ন হাজার ছয়শত তেরো) টাকা আদায় ও রাজস্ব জমার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

বিবরণ :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক বিভাগ, মুন্সীগঞ্জ, ফেনী ও কক্সবাজার কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৭-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ২২-১২-২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন হতে পাঁচ্চর-ভাঙ্গা সড়ক উন্নয়ন, মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণ ও কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প- ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ে নির্মাণ ও মেরামত কাজের বিবরণী, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ এর প্রত্যায়িত হিসাব বিবরণী ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন হতে পাঁচ্চর-ভাঙ্গা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে ২৬৫১,৯৮,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হলেও নিরীক্ষাকালে উক্ত কাজের প্রাক্কলন, টেন্ডার ডকুমেন্টস, বিল, ভাউচার ইত্যাদি নিরীক্ষায় পাওয়া যায়নি।

- মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩টি বিলে হস্তরসিদের মাধ্যমে ৬৫,০০,০০,০০০ টাকা সেনাবাহিনীকে প্রদান করা হলেও এতদ্সংক্রান্ত প্রাক্কলন, বিল, ভাউচার ইত্যাদি নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি ।

- প্রকল্প পরিচালক কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ প্রকল্প ১ম, ২য় এবং ৩য় পর্যায় এর নির্মাণ ও মেরামত এবং আলোচ্য প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ১,৬৮,৫০,৩৭,১১৪ টাকা এবং প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ৪,০৮,৬৩,৪৪,৫৩১ টাকাসহ এতদ্সংক্রান্ত কাজে সর্বমোট ৫,৭৭,১৩,৮১,৬৪৫ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত এ টাকা খরচের বিপরীতে কাগজপত্র নিরীক্ষাযোগ্য বিল/ভাউচার কিছুই নিরীক্ষিত অফিস কর্তৃক নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি।

- এছাড়াও ব্যয়কৃত অর্থের উপর সরকার নির্ধারিত হারে ৪২৮,২৩,৫৩,৬১৩ টাকা আয়কর ও ভ্যাট কর্তনপূর্বক সরকারি রাজস্ব কোষাগারে জমা হয়েছে কিনা তা অডিটে নিশ্চিত হওয়া যায়নি [**সংযুক্ত পরিশিষ্ট : ৬, পৃষ্ঠা : ৭১-৭৬**]।

- বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল-১২৮(১) মোতাবেক মহা হিসাব নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে রিপোর্টদান এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, নগদ অর্থ, স্ট্যাম্প, জামিন,ভান্ডার বা অন্য প্রকার সরকারি সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী। আলোচ্যক্ষেত্রে ভাউচারসহ অন্যান্য ডকুমেন্টস নিরীক্ষায় উপস্থাপন না করায় সংবিধানের উল্লিখিত ধারা লঙ্ঘন করা হয়েছে। তাছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সংস্থাপন শাখার স্মারক নং-মপবি(সংস্থা)/৯(২)/২০০০/৫১৬ তাং- ২৯/০৮/২০০৪ খ্রিঃ মোতাবেক সংবিধানের আর্টিকেল- ১২৮(১) অনুযায়ী নিরীক্ষাদল বরাবর নিরীক্ষাযোগ্য সকল কাগজপত্র সরবরাহ করার উল্লেখ রয়েছে।

- আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা-৫২ বিধি-১৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে এস,আর,ও নং-২০৯-আইন/আয়কর/ ২০১৬ তারিখ: ২৯-০৬-২০১৬ মোতাবেক ১০(দশ) কোটি টাকার ঊর্ধ্বে ঠিকাদারী বিল পরিশোধের সময় উৎসে ৭% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য এবং বাংলাদেশ গেজেট এস.আর.ও নং-আইন/ ২০১৬/৭৫৬-মূসক তারিখ: ০২-০৬-২০১৬ মোতাবেক নির্মাণ কাজে ৬% হারে মূল্য সংযোজন কর সরকারি কোষাগারে জমাযোগ্য। কিন্তু আপত্তিতে উল্লিখিত ৪২৮,২৩,৫৩,৬১৩ টাকা আয়কর ও মূসক সরকারি কোষাগারে জমা হওয়া বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণ :

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের আর্টিকেল ১২৮ মোতাবেক ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচারসহ নিরীক্ষাযোগ্য ডকুমেন্টস নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি এবং আয়কর ও ভ্যাট কর্তনের প্রমাণক উপস্থাপন না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- জবাবে মুন্সীগঞ্জ ও ফেনী সড়ক বিভাগ জানায় যথাযথভাবে সেনাবাহিনীকে পরিশোধ করা হয়েছে। কোন অনিয়ম হয়নি।

- জবাবে কক্সবাজার সড়ক বিভাগ জানায় কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ ও অন্যান্য প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ অত্র সড়ক বিভাগের অধীন প্রদান করা হলেও মূলত প্রকল্পগুলি ১৬ ইসিবি (সেনাবাহিনী) কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শুধুমাত্র প্রাপ্ত বরাদ্দের তহবিল হস্তরসিদের মাধ্যমে ১৬ ইসিবি কে হস্তান্তর করা হয়। ১৬ ইসিবি এতদ্সংক্রান্ত কোন বিল ভাউচার অত্র অফিসে প্রেরণ করে না।

অডিটের মন্তব্য :

- স্থানীয় অফিসের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ উল্লিখিত সাংবিধানিক ধারা অনুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয়ের টাকা ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র নিরীক্ষায় উপস্থাপন করার বাধ্যবাধকতা আছে। তাছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী নির্ধারিত হারে আয়কর ও মূসক কর্তন/আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক। কক্সবাজার টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ ও অন্যান্য প্রকল্পের কাজ সেনাবাহিনী কর্তৃক করা হলেও বরাদ্দ যেহেতু সড়ক বিভাগকে প্রদান করা হয় তাই বরাদ্দ ব্যয়ের হিসাব/রেকর্ডপত্র/বিল ভাউচার উক্ত বিভাগ কর্তৃক আনয়ন করা আবশ্যক।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- আপত্তিকৃত টাকার ভাউচার সংগ্রহ করে নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা আবশ্যক এবং আয়কর ও ভ্যাট বাবদ জড়িত ৪২৮,২৩,৫৩,৬১৩ টাকা সরকারি কোষাগারে জমার বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- উল্লেখ্য যে, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত কার্য সম্পাদন করে এরূপ ৬৫টি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৮ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম : একই কার্য সরকারের দুটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদন দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৩৩,০০,০০০ (তেত্রিশ লক্ষ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সওজ, জোন বরিশাল এর অধীন সড়ক বিভাগ বরিশাল কার্যালয়ের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের হিসাব ১৩-১২-২০১৭ হতে ১৫-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে সড়ক বিভাগ বরিশাল কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু রক্ষার্থে অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজের নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বরিশাল ২৩-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে কাজটির প্রাক্কলন প্রস্তুত করে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (সওজ) বরিশাল জোন কর্তৃক ০৪-১১-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে প্রাক্কলনখানা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে করার জন্য অনুমোদন করা হয়।
- পরবর্তীতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে কাজটি ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে প্রদান না করায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর পাক্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু রক্ষা প্রকল্পে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৩৩,০০,০০০ টাকার কার্য সম্পাদন করে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক বিভাগ, বরিশাল কার্যালয় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ২৩-০৩-২০১৫ তারিখে বাপাউবো কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন অনুযায়ী কার্য সম্পাদন দেখিয়ে ২২-০৬-২০১৭ তারিখে ৩৯ নং ভাউচারে ১,৭৮,৯০,০৯০ টাকা পরিশোধ করে।
- একই স্থানে একই কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সড়ক বিভাগ বরিশাল কার্যালয় দ্বারা দুই বার সম্পাদিত হওয়ায় সরকারের ৩৩,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। একই কাজ দুইটি সংস্থা দ্বারা সম্পাদন করায় প্রতীয়মান হয় যে, একটি পক্ষ কাজ করে নাই [**সংযুক্ত পরিশিষ্ট-০৭, পৃষ্ঠা: ৭৭**]। .

অনিয়মের কারণ :

- একই স্থানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সড়ক বিভাগ বরিশাল কার্যালয় দ্বারা দুই বার কাজ সম্পাদিত হওয়ায় সরকারের ৩৩,০০,০০০ টাকা করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আপত্তিকৃত কাজটি ডিপোজিট কাজ হিসেবে বরাদ্দ না পাওয়ায় পানি উন্নয়ন বোর্ড উক্ত কাজটি সম্পাদনে অপারগতা প্রকাশ করে। পরবর্তীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক সড়ক বিভাগ, বরিশালকে কাজটি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়। সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক কাজটি হাতে নেয়া হয় এবং কাজটি সমাপ্ত করা হয়েছে। একই স্থানে একই কাজ ২(দুই)টি প্রতিষ্ঠান হতে ২(দুই) বার সম্পাদন করা হয়নি। এতে সরকারের কোন আর্থিক ক্ষতি হয়নি।

অডিটের মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন হতে দেখা যায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডকে কাজটি ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসাবে প্রদান না করায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় সুগন্ধা নদীর ভাঙ্গন হতে বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতু রক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে কার্য বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয় । পরবর্তীতে ১৫-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয় । সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- একই স্থানে একই কাজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সড়ক বিভাগ বরিশাল কার্যালয় দ্বারা দুই বার সম্পাদন দেখিয়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধনের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক কোন কর্তৃপক্ষ কাজ না করে সরকারি অর্থ উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ করেছে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ অর্থ আদায়পূর্বক নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- উল্লেখ্য যে, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত কার্য সম্পাদন করে এরূপ ৬৫টি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৮ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ০৮

শিরোনাম : একই চেইনেজে মেরামত কাজে **Overlapping** এর কারণে দুইবার বিল পরিশোধের মাধ্যমে সরকারের ৩৫,৯২,৬৬০(পয়ত্রিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার ছয়শত ষাট) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সওজ, সড়ক বিভাগ, ঝিনাইদহ ও মাগুরা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের হিসাব ৩০-০১-২০১৮ খ্রিঃ হতে ১২-০২-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন কাজের প্রাক্কলন, চুক্তিপত্র,কার্যাদেশ ও বিলভাউচারসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়।

- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগের অধীন ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা-(দিগরাজ) সড়কের বিভিন্ন চেইনেজে মোট ৩৪০০মিঃ কার্পেটিং ও সিলকোট দ্বারা মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়। ঐ সড়কের চেইনেজ ১২৪কিঃমিঃ+৪১৫মিঃ হতে ১২৪কিঃমিঃ+৮৬০মিঃ=৪৪৫ মিটার এর মধ্যে ১২৪কিঃমিঃ+৭১৫মিঃ হতে ১২৪কিঃমিঃ+৮০০মিঃ=৮৫মিটার মেরামত কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অর্থাৎ দুইবার সম্পাদন দেখানো হয়েছে। আবার চেইনেজ ১২২কিঃমিঃ+২০০মিঃ হতে ১২৪কিঃমিঃ+৭০০মিঃ=২৫০০মিটার এর মধ্যে ৮৫মিটার মেরামত কাজ চেইনেজ ১২৪কিঃমিঃ+৪১৫মিঃ হতে ১২৪কিঃমিঃ+৮৬০মিঃ এর ভিতরে সংযুক্ত রয়েছে বিধায় ৮৫মিটার এর মেরামত কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কাজেই (৮৫মিটার+৮৫মিটার) =১৭০মিটার মেরামত কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বা দুইবার সম্পাদন দেখিয়ে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে, যা সরকারের আর্থিক ক্ষতি। পরিশিষ্টের ক্রমিক নং ০১ এর মোট ৩৪০০মিঃ মেরামত কাজের চুক্তি মূল্য=৪৯,৪৯,৯১৫ টাকা হিসেবে অতিরিক্ত সম্পাদন দেখানো ১৭০মিটার মেরামত কাজের মূল্য হয় =২,৪৭,৪৯৫ টাকা।

- দৌলতদিয়া-ফরিদপুর (গোয়ালচামট)-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মংলা-(দিগরাজ) সড়কের চেইনেজ ১২৪কিঃমিঃ+৭০০ মিটার হতে ১২৪কিঃমিঃ+৭১৫ মিটার=১৫ মিটার এবং ১৩৬কিঃমিঃ+৩০০ মিটার হতে ১৩৬কিঃমিঃ+৮৫০ মিটার=৫৫০মিটার। মোট ৫৬৫ মিটার কার্পেটিং ও সীলকোট দ্বারা মেরামত কাজের মধ্যে চেইনেজ ১২৪কিঃমিঃ+৭০০ মিটার হতে ১২৪কিঃমিঃ+৭১৫ মিটার=১৫ মিটার মেরামত কাজ পরিশিষ্টের ক্রমিক নং ০১ এর চেইনেজ ১২৪কিঃমিঃ+৪১৫ মিটার হতে ১২৪কিঃমিঃ+৮৬০মিঃএর মধ্যে সংযুক্ত রয়েছে ফলে একই চেইনেজে ১২৪কিঃমিঃ+৭০০ মিটার হতে ১২৪কিঃমিঃ+৭১৫ মিটার=১৫মিটার মেরামত কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বা দুইবার সম্পাদন দেখানো হয়েছে। যার মূল্য পরিশিষ্টের ২৭(১) এর ক্রমিক নং ০২ এ ৫৬৫ মিটার মেরামত কাজের চুক্তি মূল্য=৬৭,০৬,১৬৭ টাকা হিসেবে ১৫মিটার এর মূল্য হয়=১,৭৮,০৪০ টাকা। ফলে পরিশিষ্ট ৮(১) এর ক্রমিক নং ০১ ও ০২ এ অতিরিক্ত কাজের মূল্য (২,৪৭,৪৯৫+১,৭৮,০৪০)=৪,২৫,৫৩৫ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি **[সংযুক্ত পরিশিষ্ট: ০৮(১), পৃষ্ঠা: ৭৯]**।

- সড়ক বিভাগ, মাগুরা এর যশোর-মাগুরা জাতীয় মহাসড়ক এর ২৫ তম কিলোমিটার হতে ৩১তম(অংশ) কিলোমিটার এবং ৩৫তম(অংশ) কিলোমিটারের মেরামত ও সীলকোট কাজের জন্য মেসার্স ইমন এন্টারপ্রাইজকে ২৩-০৫-২০১৭খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, ০৬-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে কাজটি সম্পন্ন হয় এবং ০৮-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়। পরিশিষ্টের ২৭(২) এর ক্রমিক নং ০২ এ আবার ঐ সড়কের চেইনেজ ২৫তম কিলোমিটার হতে ২৬তম (অংশ), ২৮তম কিমি হতে ৩০তম (অংশ) কিলোমিটারসহ পরবর্তী কিলোমিটারসমূহের সীলকোট ও মেরামত কাজের জন্য মেসার্স ইমন এন্টারপ্রাইজকে ১২-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কাজটি ২৯-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সম্পন্ন হয় এবং উক্ত কাজের বিল বাবদ ৩১,৬৭,১২৫ টাকা ২৯-০৬-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে পরিশোধ করা হয় ফলে একই কাজকে দুইবার দেখিয়ে বিল পরিশোধ সম্পূর্ণ আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচিত **[সংযুক্ত পরিশিষ্ট:০৮(২),পৃষ্ঠা:৮০]**।

অনিয়মের কারণ :

- ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে যশোর-মাগুরা জাতীয় মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটার হতে ৩১তম (অংশ) কিলোমিটার এবং ৩৫তম (অংশ) কিলোমিটারের মেরামত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। মেরামত কাজের ত্রুটিজনিত দায়ের মেয়াদ ১(এক) বৎসর। এর মধ্যে মেরামত কাজে কোনরূপ ত্রুটি দেখা দিলে তা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার নিজ খরচায় সম্পন্ন করার নিয়ম থাকায় মেরামতের একই স্থানে সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরে পুনরায় মেরামত কাজ সম্পাদন করায় পরিশিষ্ট ৮(১ এবং ২) এ সড়কের একই কিলোমিটারে পুনরায় মেরামত দেখিয়ে বিল পরিশোধের মাধ্যমে সরকারের অর্থের ক্ষতির পরিমাণ(৪,২৫,৫৩৫+৩১,৬৭,১২৫)= ৩৫,৯২,৬৬০ টাকা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সড়ক বিভাগ ঝিনাইদহ জবাবে জানায় যে, আপত্তির প্রেক্ষিতে বিল দুটি যাচাই বাছাই করে ব্রডশীট জবাব প্রদান করা হবে।
- সড়ক বিভাগ মাগুরা জবাবে জানায় যে, একই কিলোমিটারে কাজ হলেও চেইনেজ পৃথক আছে। তাই একই স্থানে দুইবার কাজ করা হয়নি।

অডিটের মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা আপত্তির পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজ দুটির নথিপত্র ও সংশ্লিষ্ট বিল-ভাউচার পর্যালোচনা করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। একই সড়কের চেইনেজের একই স্থানে কাজ দুটির কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত হলেও প্রাক্কলন থেকে উক্ত চেইনেজ বাদ না দেয়ার ফলে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন হয়েছে। চুক্তিপত্র এবং আইপিসিসমূহে নির্ধারিত কিলোমিটার উল্লেখ রয়েছে কিন্তু কোন চেইনেজ উল্লেখ নেই তাছাড়া নিরীক্ষাকালীন বিওকিউ উপস্থাপন করা হয়নি।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক অডিট অফিসকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- উল্লেখ্য যে, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত কার্য সম্পাদন করে এরূপ ৬৫টি বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪৮ টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৭টি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ০৯

শিরোনাম : সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন ৪,৪৭,০১,৩১২ (চার কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ এক হাজার তিনশত বারো) টাকার জমি বেদখল।

বিবরণ:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সওজ, সড়ক বিভাগ, টাঙ্গাইল এবং খুলনা কার্যালয়ের ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরের হিসাব ২০-১২-২০১৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বেদখলকৃত জমির তালিকা ও অবৈধ দখল সংক্রান্ত নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সড়ক বিভাগ, (১) টাঙ্গাইল এর আওতাভুক্ত ২৩.৭৪ শতাংশ জমি এবং (২) খুলনা এর আওতাভুক্ত ৩১৭ শতাংশ জমি দীর্ঘদিন যাবৎ বেদখল রয়েছে। বেদখলকৃত জমি উদ্ধারের জন্য নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে না এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা রেকর্ড দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়নি। বেদখলকৃত জমির মোট গড়মূল্য (২,২৭,০১,৩১২+২,২০,০০,০০০)=৪,৪৭,০১,৩১২ টাকা [সংযুক্ত পরিশিষ্ট: ০৯, পৃষ্ঠা: ৮১-৮৩]।

অনিয়মের কারণ :

- মূল্যবান জমিসমূহ বেদখল হওয়ায় সরকারের জমি দখলমুক্ত করে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ইজারা প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করায় রাজস্ব ক্ষতিতে পর্যবসিত হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সড়ক বিভাগ টাঙ্গাইল ও খুলনা জবাবে জানায় যে, বেদখলকৃত সরকারি ভূমি উদ্ধারের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। অডিটের পরামর্শ অনুযায়ী উচ্ছেদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অডিটের মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারের মূল্যবান জমি বেদখলে থাকলেও উক্ত মূল্যবান জমি উদ্ধারে নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান এবং প্রচেষ্টা চালানো হয়নি ।
- বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬-০৬-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের বরাবরে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫-০৭-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয় । সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৫-০৯-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র দেয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি কোন জবাব বা মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ :

- অবৈধ দখলদারগণের বিরুদ্ধে নিয়মিত উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে সরকারি জমিসমূহ উদ্ধারে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অডিটকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- উল্লেখ্য যে, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ৭৮টি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে আপত্তিকৃত অর্থ অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট আইটেম নিরীক্ষা করা হলে আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। তাই মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

(মোঃ আজিজুল হক)
মহাপরিচালক
পরিবহন অডিট অধিদপ্তর

তারিখ : ______ বঙ্গাব্দ
29-09-2020 খ্রিষ্টাব্দ ।

বাঃসঃমুঃ-২০১৯-২০/৪৭৮৩কম-এ/৭১৩ বই, ২০২০ ইং।